গৃহঋণ বার্তা

বিএইচবিএফসি'র ত্রৈমাসিক বুলেটিন

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন • ৬ষ্ঠ বর্ষ: ৩য় সংখ্যা • এপ্রিল-জুন ২০১৭ খ্রি.

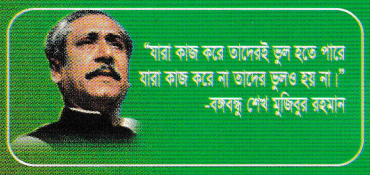

"যারা কাজ করে তাদেরই ভুল হতে পারে যারা কাজ করে না তাদের ভুলও হয় না।"
-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সাথে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন (বিএইচবিএফসি)'র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৮ জুন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত এমপি-এর উপস্থিতিতে এ চুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। সরকার পক্ষে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব মো. ইউনুসুর রহমান এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। বিএইচবিএফসি'র পক্ষে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী। চুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন লক্ষ্য অর্জনে প্রতিষ্ঠানটি ৮৮.৪০ শতাংশ সফলতার মধ্যদিয়ে 'উত্তম ক্যাটাগরি' অর্জন করে। এ প্রেক্ষাপটে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদনের লক্ষ্য সামনে রেখে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

বাংলাদেশের নিম্ন, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের আবাসিক সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে তাঁদের জীবন-মান উন্নয়নের রূপকল্প মোতাবেক সাধারণ মানুষকে ঋণ-সহায়তা প্রদানই বিএইচবিএফসি'র লক্ষ্য। কার্যত: প্রতিষ্ঠানটির ঋণ সহজলভ্যকরণ, বিনিয়োগকৃত অর্থ আদায় এবং এক্ষেত্রে নাগরিকের জন্য সর্বাধিক সেবা ও সন্তুষ্টি নিশ্চিতকরণ এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য সুনাম ও মুনাফা অর্জনে দায়বদ্ধতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছর এ চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তির আওতায় অফিসের শাখা অটোমেশন ও ডিজিটালাইজেশন বাস্তবায়ন, মামলা-মোকাদ্দমা নিষ্পত্তি, আর্থিক ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নে নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং অডিট আপত্তি নিরসনে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণেও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের প্রতিশ্রুতি সন্নিবেশিত হয়েছে। উল্লেখ্য, মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পাদিত উক্ত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের মাঠ-পর্যায়ের প্রতিটি অফিসের সাথে সদর দফতরের আলাদা আলাদা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিও ইতোমধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন লক্ষ্য অর্জনে প্রতিষ্ঠানটি ৮৮.৪০ শতাংশ সফলতার মধ্যদিয়ে 'উত্তম ক্যাটাগরি' অর্জন করে

বিএইচবিএফসি'র আয়োজনে গৃহায়ন অর্থায়ন মেলা

বাংলাদেশে আবাসন শিল্পের পথিকৃত বিএইচবিএফসি'র আয়োজনে এবার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'গৃহায়ন অর্থায়ন মেলা ২০১৭'। দেশের আবাসন খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, রিয়েল এস্টেট কোম্পানী এবং নির্মাণ-সামগ্রী উৎপাদক প্রতিষ্ঠানসমূহ এ মেলায় অংশ নেবে। এ মেলা আয়োজনের লক্ষ্য সামনে রেখে গত ২২ জুন রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলে মেলার সহ-আয়োজক প্রতিষ্ঠানের সাথে বিএইচবিএফসি'র এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বিএইচবিএফসি পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ ও প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। উল্লেখ্য, গ্রীণবীজ-এ্যাডপয়েন্ট নামক দুটি প্রতিষ্ঠান এ মেলা আয়োজনে বিএইচবিএফসি-কে সহায়তা করবে। গ্রীণবীজ ও এ্যাডপয়েন্টের পক্ষে প্রতিষ্ঠান দুইটির সিইও যথাক্রমে এ আর সাগর চৌধুরী এবং আফতাব বিন তমিজ সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

আগামী ১৯ থেকে ২১ অক্টোবর রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁও-এ অনুষ্ঠেয় এ মেলা আয়োজন উপলক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিএইচবিএফসি'র তিন মহাব্যবস্থাপক, বিভিন্ন বিভাগের প্রধানঃ উপ-মহাব্যবস্থাপকবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

এডিবি - বিএইচবিএফসি'র যৌথ সভা

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর একটি প্রতিনিধি দলের সাথে বিএইচবিএফসি কর্তৃপক্ষের এক দ্বি-পাক্ষিক সভা গত ২৩ মে কর্পোরেশনের পর্ষদ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় এডিবি'র ৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে। কর্পোরেশনের তিন মহাবিভাগের মহাব্যবস্থাপকগণ যথাক্রমে ড. দৌলতুন্নাহার খানম, জনাব মো. আমিন উদ্দিন ও জনাব মো. জাহিদুল হক এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের উপ-মহাব্যবস্থাপকগণ সভায় কর্পোরেশনের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা করেন।

বাংলাদেশের গৃহায়ন খাতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়ন সংক্রান্ত এডিবি'র একটি কনসালটেশন মিশন গত ২২ থেকে ২৫ মে বাংলাদেশ সফর করে। মিশনটি Bangladesh Housing Finance Facility বিষয়ে একটি সামগ্রিক ধারণা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সাথে ধারাবাহিক আলোচনার অংশ হিসেবে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের সাথে এ সভা করেন।

মিশনটি এ সময়কালে সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ এবং কিছু বেসরকারি সংস্থার সাথেও আলোচনা করে।

দ্রুত বদলে যাচ্ছে বিএইচবিএফসি

ঋণের সিলিং বৃদ্ধি, কমেছে সুদ, বাড়ছে অফিস

বিএইচবিএফসি'র গৃহ নির্মাণ ঋণের সিলিং (সর্বোচ্চ ঋণসীমা) বৃদ্ধি করা হয়েছে। এখন থেকে এ বাবদ পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ঋণ নেয়া যাবে। এক্ষেত্রে গ্রাহকের জন্য একই সাথে রয়েছে আরও একটি সুসংবাদ। প্রতিষ্ঠানটির ঋণের বিপরীতে প্রদেয় সুদও কমছে উল্লেখযোগ্য হারে। ঋণ প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়া এবং সুদের হার আড়াই শতাংশ পর্যন্ত কমে যাওয়ার বিধান কার্যকর হচ্ছে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের শুরু থেকেই। প্রয়োজনে সুদের হার আরও কমানোর সম্ভাবনাও থাকছে।

বর্তমানে দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্বকালের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতাময় ব্যবসায়িক চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে নিজেকে প্রমাণ করার জন্য 'আগ্রাসী ব্যাংকিং' নামের এক বিশেষ সংস্কৃতি গড়ে উঠছে। এক প্রতিষ্ঠানের ঋণ অন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Take-over করে নেয়ার ধুম চলছে।

বেশ কয়েক বছর যাবৎ অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানও আবাসন নির্মাণে হরদম ঋণ দিচ্ছে। আগে থেকেই এ ঋণে তাদের সিলিং কোটি টাকার উপরে। সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিটে। এসব প্রতিষ্ঠানের মার্কেটিং ব্যবস্থা অনেক উন্নত; গ্রাহকের দোরগোড়া পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য কর্পোরেশনের ঋণের সিলিং বৃদ্ধি, সুদের হার হ্রাস এবং মার্কেটিং ব্যবস্থা যুগোপযোগি করার কোনও বিকল্প ছিল না। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট মহানগরীতে কর্পোরেশনের ঋণের প্রবাহ সংকুচিত হওয়াটাও ছিল একটি সতর্কবার্তা। এ পরিস্থিতিতে কর্পোরেশনের ঋণের সিলিং ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়। সাথে সাথে সুদের হার ১২ থেকে সাড়ে ৯ এবং ১০ থেকে সাড়ে ৮ শতাংশে পুনঃনির্ধারণেরও প্রস্তাব করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের এ প্রস্তাব বিগত ৩ মে ২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৪৪৯-তম সভায় অনুমোদন লাভ করে। পরবর্তীতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ একাধিক সভা অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে সিলিং বৃদ্ধি ও সুদের হার হ্রাসের বিষয় চূড়ান্ত করে। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর অনুমোদনের মধ্যদিয়ে তা বাস্তবে পরিণত হয়।

গৃহঋণ প্রদানের জন্য বিশেষায়িত বিএইচবিএফসি'র গোড়াপত্তন ১৯৫২ সালে। বরাবর লাভজনক একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিবছর সরকারী কোষাগারে বিপুল পরিমান আয়কর প্রদান করে বিএইচবিএফসি। প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে মানুষের অন্যতম মৌলিক প্রয়োজন - আবাসন নিয়ে। বর্তমান জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম খাত আবাসন। বাংলাদেশে এ খাতের বুনিয়াদ রচনা করেছে বিএইচবিএফসি। অথচ আজ পর্যন্ত সারাদেশে বিএইচবিএফসি'র মোট অফিস মাত্র ২৯টি। এক পরিসংখ্যানমতে গৃহঋণ প্রদানে প্রতিষ্ঠানটির অবদান এ জাতীয় মোট ঋণের ৫ শতাংশের বেশি নয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য যুগোপযোগিতা অর্জন ও ব্যবসায় বৃদ্ধি। সেবা সহজলভ্য করাটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ফলে সিলিং বৃদ্ধি ও সুদ কমানোর পাশাপাশি সেবা সহজলভ্য করতে নেয়া হয়েছে নানাবিধ উদ্যোগ। এর মধ্যে যুগান্তকারী উদ্যোগ হলো: যথাশ্রীঘ্র সম্ভব আরও ৩০টি নতুন অফিস স্থাপন। সিলিং দ্বিগুণ করার মতো অফিসের সংখ্যাও দ্বিগুণ করা হচ্ছে। এখন দেশের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই কর্পোরেশনের অন্তত: একটি করে অফিস স্থাপিত হবে। এসব অফিস স্থাপিত হলে সেবা নিয়ে জনগণের আরো কাছে যাওয়া যাবে। বিনিয়োগ বৃদ্ধি তথা গৃহায়নে অনেক বেশি ঋণ প্রদান সম্ভব হবে।

যুগোপযোগি সমন্বিত উন্নয়নের রূপকল্প বাস্তবায়নে জনাব দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী'র নিজ যোগ্যতা ও দক্ষতার স্বাক্ষর ফুটে উঠছে। তাঁর পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠান রূপালী ব্যাংক লি.-এর পর বিএইচবিএফসি-তেও তিনি ডিজিটাল ও অনলাইন পদ্ধতিতে গ্রাহক সেবা প্রবর্তনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সর্বাধিক সন্তুষ্টিমূলক বিশ্বমানের সেবা-প্রযুক্তি প্রচলনেরও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নতুন নতুন ঋণ প্রোডাক্ট, এর হিসাবায়ন, তথ্য ব্যবস্থাপনা ও এর নিরাপত্তা বিষয়ে উন্নত বিশ্বের সর্বশেষ সংস্করণের প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম সংযোজনের মাধ্যমে অটোমেশন ত্বরান্বিত করা হবে।

সাম্প্রতিককালে সরকার প্রতিশ্রুত ৫০০ কোটি টাকা থেকে ৩৫০ কোটি টাকার ঋণ পেয়েছে বিএইচবিএফসি। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি)-এর ৮১৩.৫ কোটি টাকার একটি ঋণ সহায়তা প্রকল্প চূড়ান্ত হয়েছে। সহায়তা প্রদানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে ADB ও JAICA-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এছাড়া, প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন সনদ: পিও-৭ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তহবিল বৃদ্ধিরও সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানটিকে একটি ব্যাংকের আদলে পূনর্গঠনের পরিকল্পনাও নেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বিনিয়োগযোগ্য তহবিলকে আর কোনও সমস্যা বলে মনে করছে না বিএইচবিএফসি। যুগোপযোগি প্রাজ্ঞ পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত এবং তা বাস্তবায়নের দৃপ্ত সাহসই তো সামনে এগিয়ে যাওয়ার পাথেয়।

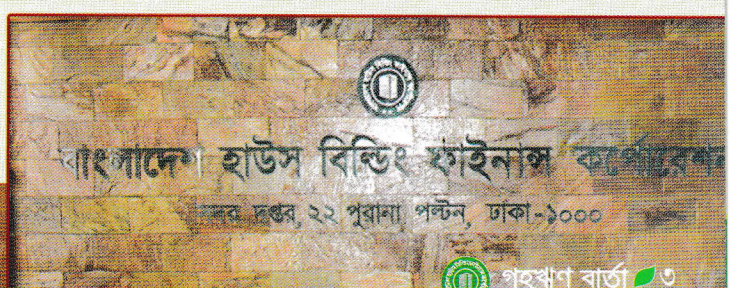

নতুন নেতৃত্ব, নতুন দিন
গৃহ নির্মাণে নানা ঋণ

সাম্প্রতিক সময়ে বিএইচবিএফসিতে প্রবর্তিত হয়েছে আকর্ষণীয় নামের ৫ প্রকারের নতুন গৃহঋণ ব্যবস্থা। পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সময়োপযোগী এ পরিবর্তন ছিল সময়ের দাবী। ফলে, নতুন এ প্রবর্তনা ইতোমধ্যে সকল মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

গত জানুয়ারি মাসে কর্পোরেশনে যোগদানকৃত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী এসব ঋণ-প্রোডাক্ট প্রচলনের মূল স্বপ্নদ্রষ্টা এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক। বিএইচবিএফসি একটি বিশেষায়িত সরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এধরনের প্রতিষ্ঠানে এত স্বল্প সময়ে এতো ব্যাপক পরিবর্তন সচরাচর ঘটতে দেখা যায় না। ছয় দশকেরও বেশি বয়সী প্রতিষ্ঠানটির পুরানো খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে সময় লেগেছে মাত্র ছয় মাস। যুগোপযোগিতা অর্জনে বিএইচবিএফসি'র এ সাফল্য যুগান্তরকারী এক ঘটনা।

জনাব দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী'র দায়িত্ব গ্রহণের বয়স তখন মাত্র ১৫ কর্মদিবস। এরই মধ্যে তিনি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে ১০০ দিনের এক বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করেন। গত ২১ জানুয়ারি শুরু হয়ে ৩০ এপ্রিল এ কর্মসূচী শেষ হয়। ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ, আদায়, মামলা নিষ্পত্তিসহ দৈনন্দিন ব্যবসায়িক কর্মকান্ডে বিশেষ এক গতি তরান্বিত করে এ কর্মসূচী। এ উদ্যোগকে সফল করতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিজেই ঘুরে বেড়িয়েছেন বিভিন্ন মাঠ-অফিস। অন্যান্য উর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দও মাঠ-পর্যায়ের অফিসসমূহ ঘুরে নতুন এক উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন। এর ফলে প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং নিজের সামর্থকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রত্যয় সাফল্যমন্ডিত হয়।

মাঠ-পর্যায়ে চলছিল একশ দিনের কর্মসূচীর নতুন উদ্দীপনা। এসময় সদর দফতরে চলছিল দিন বদলের মহাকর্মযজ্ঞ। প্রথমবারের মতো আইটেমভিত্তিক ঋণপ্রদান নীতিমালা প্রণয়নের কর্মযজ্ঞ এগিয়ে চলে। অধিকাংশ অকার্যকর পুরানো ৭ আইটেমের ঋণ বদলে বাস্তব উপযোগিতাসম্পন্ন: **নগরবন্ধু, পল্লীমা, প্রবাসবন্ধু, আবাসন উন্নয়ন ও আবাসন মেরামত ঋণ** শীর্ষক নতুন নতুন সেবা-পণ্য (প্রোডাক্ট) চালু করা হয়। এসব প্রোডাক্ট-এ ঋণ প্রদানের বিধান সম্বলিত মোট ৬ টি সার্কুলার জারী করা হয় গত ৬ জুন তারিখে।

ইতোপূর্বে কর্পোরেশনের ঋণের সুদের হার সর্বশেষ পরিবর্তন হয়েছিল ১ জুলাই ২০০৬ তারিখে। সেমতে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রো. এলাকায় ১২ শতাংশ এবং এদুটি এলাকার বাইরে সুদের হার ছিল বার্ষিক ১০ শতাংশ। জনাব দেবাশীষ চক্রবর্ত্তীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বর্তমানে কর্পোরেশনের ঋণের সুদের হার **১২ থেকে সাড়ে ৯ এবং ১০ থেকে সাড়ে ৮ শতাংশে নেমে এসেছে**।

বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক দায়িত্ব গ্রহণের পর ঋণের সর্বোচ্চ সীমা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেন। সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা-কে অপর্যাপ্ত এবং সময়-অনুপযোগী বিবেচনায় তা বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে যান। ঋণ-সীমা ঠিক দ্বিগুণ অর্থাৎ **এক কোটি টাকায় উন্নীত করার মধ্যদিয়ে তার এ উদ্যোগটিও সাফল্যমন্ডিত হয়**।

ঋণের সিলিং বৃদ্ধির পাশাপাশি এর বহমুখী বিনিয়োগ ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছে। বিএইচবিএফসি'র ঋণ এখন সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। পৌঁছে দেয়া হয়েছে পল্লী এলাকা পর্যন্ত। প্রতিষ্ঠানটির এ ঋণ পুনর্গঠন ব্যবস্থা বহুমাত্রিক সুফল বয়ে আনবে। এর ফলে, আবাদি জমি রক্ষা হবে এবং গড়ে উঠবে কমিউনিটি আবাসন। ফলশ্রুতিতে, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে পড়বে ইতিবাচক প্রভাব। এছাড়াও, সাধারণ মানুষের জীবন-মানের উন্নতি হবে। বর্তমান সময়ের অর্থ, নির্মাণসামগ্রী ও শ্রম বাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে পুণর্গঠিত বহুমুখী এ ঋণ ব্যবস্থা।

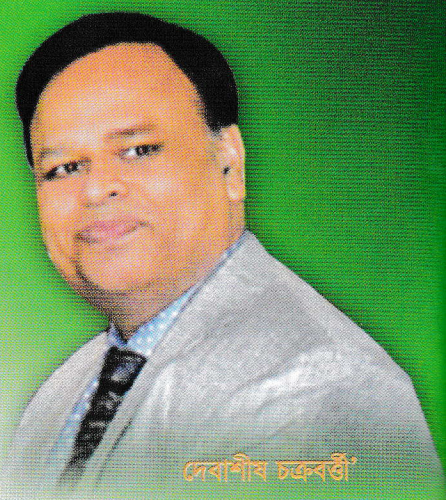
দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী

কর্পোরেশনের নতুন ঋণ-প্রোডাক্টসমূহের উপর আইটেম-ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঃ

নগরবন্ধু ঃ ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রো.এলাকা এবং এদুটি এলাকার বাইরে দেশের অন্যান্য বিভাগীয় ও জেলাসদর এলাকায় প্রদেয় এ ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ ১ কোটি টাকা। সুদের হার সাড়ে আট থেকে সাড়ে নয় শতাংশ। গ্রুপভিত্তিতে নির্মাণাধীন স্থাপনায় দেয়া যাবে সর্বোচ্চ ৬০ লক্ষ টাকা। এলাকাভেদে ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য নেয়া যাবে সর্বোচ্চ ৬০ থেকে ৮০ লক্ষ টাকা। ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে সুদের হার সর্বত্রই সমান; শতকরা বার্ষিক ১০ টাকা।

প্রবাসবন্ধু ঃ দেশের অভ্যন্তরে সকল নাগরিক সুবিধাসম্বলিত বাড়ি নির্মাণ উপযোগী যে কোনও জমিতে এ ঋণ নেয়া যাবে। বিদেশে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকগণ এ ঋণ নিতে পারবেন। অযৌথ বা একক গৃহ নির্মাণে এলাকা ভেদে সুদের হার হবে ৮.৫০ থেকে ৯.৫০ শতাংশ। সর্বোচ্চ ঋণ পাওয়া যাবে ৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা। যৌথ বা গ্রুপভিত্তিক গৃহ নির্মাণে সিলিং ৪০ লক্ষ থেকে সর্বোচ্চ ৬০ লক্ষ টাকা। সুদের হার একই। প্রবাসীদের ক্ষেত্রে ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য এলাকাভেদে প্রদেয় ঋণের সর্বোচ্চ সিলিং ৪০ থেকে ৮০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। এ ক্ষেত্রে পেরি-আরবান, উপজেলা সদর ও গ্রোথ-সেন্টার এলাকায় সুদের হার ৯ শতাংশ এবং এসব এলাকার বাইরে ১০ শতাংশ।

পল্লীমা ঃ দেশের সকল পেরি-আরবান এলাকা, উপজেলা সদর এবং গ্রোথ সেন্টার বা বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে এ ঋণ দেয়া হচ্ছে। ধরণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী এ ঋণ হতে পারে ৩ রকমের। অযৌথ বা একক বাড়ি নির্মাণের জন্য ৮.৫% সুদে এ ঋণ হতে পারে সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। এসব এলাকায় যৌথ উদ্যোগে গ্রুপঋণ নেয়া হলে ৮.৫% সুদে প্রতি গ্রাহক পেতে পারেন সর্বোচ্চ ৪০ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি এসব এলাকায় বার্ষিক ৯ শতাংশ হার সুদে ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য পেতে পারেন সর্বোচ্চ ৪০ লক্ষ টাকা।

আবাসন উন্নয়ন ঋণ ঃ একক মালিকানাধীন গৃহ-স্থাপনার বর্ধিতাংশ নির্মাণে এ ঋণ পাওয়া যাবে। পেরি-আরবান, উপজেলা সদর এবং গ্রোথ-সেন্টার এলাকায় সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ, ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রো. এলাকার বাইরে বিভাগীয় ও জেলা সদরে সর্বোচ্চ ৬০ লক্ষ এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রো. এলাকায় এ ঋণের সর্বোচ্চ পরিমান ১ কোটি টাকা। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রো. এলাকায় সুদের হার বার্ষিক শতকরা সাড়ে নয় টাকা। এদুটি মেট্রো.এলাকার বাইরে সুদের হার সাড়ে আট শতাংশ।

আবাসন মেরামত ঋণ ঃ ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রো. এলাকা এবং দেশের সকল বিভাগীয় ও জেলা সদর এলাকায় গৃহ-স্থাপনা সংস্কার ও মেরামতের জন্য এ ঋণ নেয়া যাবে। এলাকাভেদে এবাবদ সর্বোচ্চ ২০ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার ঋণ নেয়া যাবে। বার্ষিক সুদের হার সাড়ে আট থেকে সাড়ে নয় শতাংশ।

বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিএইচবিএফসি (প্রকাশিত খবরের অংশবিশেষ)-

প্রথম আলো

বুধবারের ক্রোড়পত্র, ১৯ এপ্রিল ২০১৭

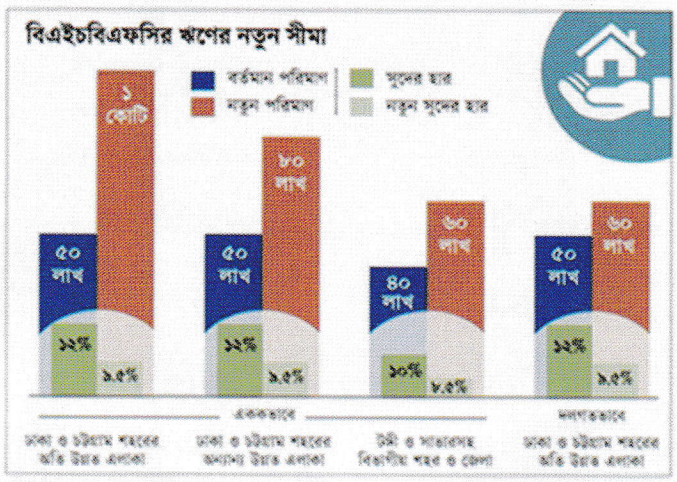

বাড়ি নির্মাণে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ

ফখরুল ইসলাম ●

বাড়ি নির্মাণে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ দেবে রাষ্ট্রীয় সংস্থা বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশন (বিএইচবিএফসি)। সংস্থাটি এ ছাড়া ঋণের সুদের হার কমাবে এবং প্রথমবারের মতো বাড়ি নির্মাণে কৃষকদের ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঋণ দেবে।

মেয়াদি মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত, পাঁচ বছর মেয়াদি বিশেষ এবং পেনশনভোগী, এমন সাত ধরনের ঋণ চালু আছে। এখন বাড়ি নির্মাণে একক, গ্রুপ এবং ফ্ল্যাট কেনা—এই তিন ধরনের ঋণ কর্মসূচি চালু হবে।

পাশাপাশি নতুন ঋণ কর্মসূচি চালু করা হবে প্রবাসী বাংলাদেশি, পল্লী জনপদ ও কৃষকের আবাসন এবং আবাসন উন্নয়ন ও আবাসন মেরামত ...

৫০ লাখ এবং টঙ্গী, সাভারসহ বিভাগীয়-জেলা পর্যায়ে ৪০ লাখ টাকা বাধা হবে।

ফ্ল্যাট কেনার জন্য আগে সব এলাকার জন্যই সর্বোচ্চ ৪০ লাখ টাকা ঋণ দেওয়া হতো। এখন দেওয়া হবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের অতি উন্নত এবং অন্যান্য উন্নত এলাকার জন্য ৮০ লাখ টাকা। এ ছাড়া টঙ্গী, সাভারসহ বিভাগীয় ও ...

দৈনিক জনকণ্ঠ

The Daily Janakantha

ঢাকা ঃ বৃহস্পতিবার
৩০ চৈত্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
১৩ এপ্রিল ২০১৭খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন

গৃহ ঋণের সীমা বাড়ছে

কমছে সুদের হারও

নয়া দিগন্ত

ঢাকা, বুধবার ২৯ চৈত্র ১৪২৩, ১২এপ্রিল ২০১৭

বাড়ি নির্মাণে হাউজ বিল্ডিং থেকে সর্বোচ্চ এক কোটি টাকা ঋণ পাওয়া যাবে

● সৈয়দ সামসুজ্জামান নীপু

একজন গ্রাহক এখন থেকে বাড়ি নির্মাণ বা ফ্ল্যাট কেনার জন্য হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশন (বিএইচবিএফসি) থেকে দ্বিগুণ হারে ঋণ পাবেন। বর্তমানে বাড়ি নির্মাণের জন্য একজন গ্রাহক সরকারি এই প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বোচ্চ ৫০ লাখ টাকা এবং ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য ৪০ লাখ টাকা ঋণ পেতেন। এখন তা বাড়িয়ে বাড়ি নির্মাণের জন্য এক কোটি টাকা এবং ফ্ল্যাট কেনার জন্য ৮০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাবেন। একই সাথে গৃহনির্মাণ ঋণের সুদের হারও সর্বোচ্চ আড়াই শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস করা হয়েছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে এলাকার জন্য ঋণের সুদের হার ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে সাড়ে ৯ শতাংশ করা হয়েছে।

বাড়ি নির্মাণ ও ফ্ল্যাট ক্রয়ের ঋণের সিলিং এখন থেকে দ্বিগুণ

বিএইচবিএফসি ঋণের সিলিং বাড়ানো সংক্রান্ত এই প্রস্তাবগুলো গত রোববার অর্থমন্ত্রী অনুমোদন করেছেন। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে নতুন সিলিং কার্যকর করা হবে বলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ সূত্রে জানা গেছে।

ব্যাংকিং সূত্র জানায়, শুধু গৃহায়নখাতে ঋণের সি... বৃদ্ধিই নয়, একই সাথে ঋণের সুদের হা... উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো হয়েছে। যেমন বর্তমানে ঢাক... চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন অতি উন্নত এলাকার জন্য হা... বিল্ডিংয়ের গৃহনির্মাণ ঋণের সুদের ... রয়েছে ১২ শতাংশ। এটি কমিয়ে স... ৯ শতাংশ করা হয়েছে। সে... অন্যান্য এলাকার জন্য ঋণের ... বিদ্যমান ১০ শতাংশ কমিয়ে সাড়ে ... শতাংশ করা হয়েছে। একইভাবে ফ্ল... কেনার জন্য ঋণের সুদের হা... বিদ্যমান ১২ শতাংশ থেকে কমি... ১০ শতাংশ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাইলে হাউজ বিল্ডিং... শীর্ষস্থানীয় এক কর্মকর্তা গতকাল এই প্রতিবেদক... বলেছেন, গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে গৃহায়ন খা... ঋণের সিলিং বৃদ্ধি পেয়েছে ও কমে গেছে সুদের হা... বেসরকারি ঋণদানকারী সংস্থাগুলোর এখন বিদ্যমা... ঋণের সিলিং কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। আর সুদের ... নেমে এসেছে ১০ শতাংশের

■ ১১ পৃ: ৬-এর কলামে

আলোকিত বাংলাদেশ

বুধবার■২৯ চৈত্র ১৪২৩■১৪ রজব ১৪৩৮হিজরি■১২ এপ্রিল ২০১৭

হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশন

গৃহঋণের সিলিং বাড়ানো হচ্ছে

আজকালের খবর

রবিবার
১৬ এপ্রিল ২০১৭, ৩ বৈশাখ ১৪২৪

আইডিবির ৮০০ কোটি টাকা ঋণ আসছে

নয়া দিগন্ত

ঢাকা, রোববার ২৬ চৈত্র ১৪২৩ ৯ এপ্রিল ২০১৭

হাউজ বিল্ডিংয়ের জন্য আইডিবির ৮০০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ চূড়ান্ত

সকালের খবর

ঢাকা : বুধবার ১২ এপ্রিল ২০১৭

হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স করপোরেশন

বাড়ি নির্মাণে ঋণের সর্বোচ্চ সীমা বাড়ানো হয়েছে

ঋণের সিলিং সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে
ঋণের বিপরীতে সুদের হার কমানো হয়েছে
নতুন চারটি প্রডাক্টে ঋণ কার্যক্রম চালু

দৈনিক বর্তমান

রোববার
ঢাকা ১৬ এপ্রিল ২০১৭
৩ বৈশাখ ১৪২৪ রজব ১৪৩৮

শিগগিরই চুক্তি স্বাক্ষর

আইডিবি থেকে ৮০০ কোটি টাকা ঋণ নিচ্ছে হাউস বিল্ডিং

বর্তমান প্রতিবেদক

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের (আইডিবি) কাছ থেকে গৃহায়ন খাতে ১০ কোটি মার্কিন ডলার (৮০০ কোটি টাকা) ঋণ নেয়ার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। জেদ্দাভিত্তিক এই ব্যাংক 'বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশনকে (বিএইচবিএফসি)' এই ঋণ দেবে। ...

The Financial Express

Saturday | June 24, 2017

IDB set to approve $105m loan for HBFC

Mehdi Musharraf Bhuiyan

The Islamic Development Bank (IDB) has decided to backtrack on its conditions for channelling its long-awaited 94.75 million Euro loan to the state-owned House Building Finance Corporation (HBFC), officials said.

Backs away from earlier conditions

... between IDB and the government, the Jeddah-based multilateral development financier has backtracked ...

... Directors early next month, according to the officials.

"As per the new agreement, the loan money will now be used for enhancing the Islamic financing capacity of HBFC," an official of the Finance Ministry told the FE.

Under the arrangement, a separate project titled 'Rural and Peri-Urban Housing ...

সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (বাঁ থেকে তৃতীয়)

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় a2i প্রকল্পের মাধ্যমে Innovation In Public Service শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনের জন্য সরকারের নির্দেশনা রয়েছে। 'জনসেবায় উদ্ভাবন' বিষয়ে কর্পোরেশন নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করে থাকে। সর্বশেষ গত ১৮-১৯ এপ্রিল ইনোভেশন বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্পোরেশনের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় ৫টি গ্রুপে মোট ২৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। জনসেবায় উদ্ভাবনী ধারণা চর্চার গুরুত্ব বিবেচনায় এ কর্মশালায় প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ বিভাগীয় প্রধানঃ উপ-মহাব্যবস্থাপকগণ অংশগ্রহণ করেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ-পরিচালক (উপসচিব) জনাব সামিউল মাসুদ a2i প্রেরিত বিশেষজ্ঞ রিসোর্সপার্সন হিসেবে এ কর্মশালা পরিচালনা করেন। তাঁকে সহযোগিতা করেন কর্পোরেশনের কম্পিউটার ও তথ্য বিভাগের সিনিয়র অফিসার জনাব রাজীব বণিক। অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে শুরু হলেও কর্মশালাটির সমাপণী অনুষ্ঠানে কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন তিন মহাব্যবস্থাপক যথাক্রমে ড. দৌলতুন্নাহার খানম, জনাব মো. আমিন উদ্দিন ও জনাব মো. জাহিদুল হক ।

সমাপনী অনুষ্ঠানে উপসচিব মো. খোরশেদ আলম খান, কর্পোরেশনের দুই মহাব্যবস্থাপক ও উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ

ই-নথি বাস্তবায়ন

গত ২৯ থেকে ৩১ মে কর্পোরেশনের কম্পিউটার ও তথ্য বিভাগে 'ই-নথি বাস্তবায়ন' শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। একজন উপ-মহাব্যবস্থাপকসহ সিনিয়র অফিসার ও অফিসার পর্যায়ের সদর দফতরস্থ মোট ১৩ জন কর্মকর্তা এ কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i প্রকল্পের ই-নথি বাস্তবায়ন কর্মসূচীর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে এ কোর্সের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, a2i কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অচিরেই প্রথম পর্যায়ে কর্পোরেশনের সদর দফতরে ই-নথি প্রক্রিয়ায় ডিজিটালাইজড় সেবা কার্যক্রম শুরু হবে। বিএইচবিএফসি'র মহাবিভাগ-১ এর মহাব্যবস্থাপক ড. দৌলতুন্নাহার খানম, মহাবিভাগ-২ এর মহাব্যবস্থাপক জনাব মো. আমিন উদ্দিন ও মহাবিভাগ-৩ এর মহাব্যবস্থাপক-জনাব মো. জাহিদুল হক এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ কোর্সটি সাফল্যজনকভাবে শেষ হয়।

এপ্রিল - জুন প্রান্তিকে পিআরএল ও অবসরে গেলেন যাঁরা–

নাম ঃ জনাব মো. নূরুজ্জামান চৌধুরী
পদবী ঃ সহকারী মহাব্যবস্থাপক
সর্বশেষ কর্মস্থল ঃ আদায় বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা
পিআরএল শুরুর তারিখ ঃ ৪ এপ্রিল ২০১৭খ্রি.

নাম ঃ জনাব মো. আবু দাউদ
পদবী ঃ সহকারী মহাব্যবস্থাপক
সর্বশেষ কর্মস্থল ঃ প্রশাসন বিভাগ,সদর দফতর, ঢাকা
পিআরএল শুরুর তারিখ ঃ ২৭ মে ২০১৭খ্রি.

নাম ঃ জনাব সৈয়দ মো. গিয়াস উদ্দিন
পদবী ঃ সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
সর্বশেষ কর্মস্থল ঃ জোনাল অফিস, চট্টগ্রাম
পিআরএল শুরুর তারিখ ঃ ৩০ জুন ২০১৭ খ্রি.

নাম ঃ জনাব বাদল নবীন করিম
পদবী ঃ সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
সর্বশেষ কর্মস্থল ঃ আদায় বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা
পিআরএল শুরুর তারিখ ঃ ৩১ মে ২০১৭খ্রি.

নাম ঃ মিসেস হাসিনা বেগম
পদবী ঃ প্রিন্সিপাল অফিসার
সর্বশেষ কর্মস্থল ঃ জোনাল অফিস, জোন-৪, ঢাকা
পিআরএল শুরুর তারিখ ঃ ১৮ মে ২০১৭খ্রি.

নাম ঃ জনাব মো. শহীদুল ইসলাম
পদবী ঃ প্রিন্সিপাল অফিসার
সর্বশেষ কর্মস্থল ঃ আদায় বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা
পিআরএল শুরুর তারিখ ঃ ১৫ জুন ২০১৭খ্রি.

নাম ঃ জনাব মো. মাসুদ আহমেদ
পদবী ঃ সিনিয়র অফিসার
সর্বশেষ কর্মস্থল ঃ জোনাল অফিস, জোন-৫, ঢাকা
পিআরএল শুরুর তারিখ ঃ ২ এপ্রিল ২০১৭খ্রি.

নাম ঃ জনাব মো. হারুন -উর-রশিদ
পদবী ঃ সিনিয়র অফিসার
সর্বশেষ কর্মস্থল ঃ জোনাল অফিস, জোন-৩, ঢাকা
পিআরএল শুরুর তারিখ ঃ ২ এপ্রিল ২০১৭খ্রি.

নাম ঃ জনাব মো. আবুল হাসেম
পদবী ঃ অফিস সহায়ক
সর্বশেষ কর্মস্থল ঃ ঋণ বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা
পিআরএল শুরুর তারিখ ঃ ১ জুন ২০১৭ খ্রি.

নাম ঃ জনাব মো. আব্দুল হালিম
পদবী ঃ অফিস সহায়ক
সর্বশেষ কর্মস্থল ঃ আদায় বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা
পিআরএল শুরুর তারিখ ঃ ৩১ মে ২০১৭ খ্রি.

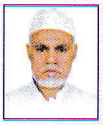

নাম ঃ জনাব মো. জহির উদ্দিন শেখ
পদবী ঃ অফিস সহায়ক
সর্বশেষ কর্মস্থল ঃ জোনাল অফিস, জোন -৪, ঢাকা
পিআরএল শুরুর তারিখ ঃ ৩১ মে ২০১৭ খ্রি.

নাম ঃ জনাব মো. শরাফ উদ্দিন
পদবী ঃ নিরাপত্তা প্রহরী
সর্বশেষ কর্মস্থল ঃ জোনাল অফিস, ময়মনসিংহ
পিআরএল শুরুর তারিখ ঃ ৭ এপ্রিল ০১৭ খ্রি.

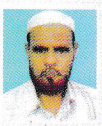

নাম ঃ জনাব মো. আবুল খায়ের
পদবী ঃ নিরাপত্তা প্রহরী
সর্বশেষ কর্মস্থল ঃ রিজিওনাল অফিস, কুমিল্লা
পিআরএল শুরুর তারিখ ঃ ৮ মে, ২০১৭ খ্রি.

ব্যাংকিং-এ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

– শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বহুল প্রচলিত একটি বিষয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে এর প্রয়োগ বহুলাংশে অনুপস্থিত। নিয়ম-নীতির মধ্যে থেকে কার্যসম্পাদনের নামই স্বচ্ছতা। এখানে প্রতিষ্ঠানের কোন ক্ষতি না হয়, এ ধরনের কিংবা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে সময় ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী প্রকাশযোগ্য তথ্যের ব্যাপারে কোনরূপ ছলচাতুরী কিংবা অপকৌশলের আশ্রয় নেয়া সঠিক হবে না। অর্থাৎ অপ্রয়োজনে অনাবশ্যকভাবে গোপনীয়তার আশ্রয় নেয়া যাবে না। আর জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা একটি অপরটির পরিপূরক। কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে যদি জবাবদিহিতার কথা মাথায় থাকে, তাহলে জবাবদিহিতা আসতে বাধ্য এবং স্বচ্ছতা থাকলে জবাবদিহিতা ব্যক্তিজীবন থেকে সমাজজীবন এবং প্রাতিষ্ঠানিক জীবনে প্রতিষ্ঠা করা সহজ। ব্যক্তি এবং পারিবারিক জীবনে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা থাকলে পারিবারিক দ্বন্দ্বও বহুলাংশে হ্রাস পায়।

প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, বিশেষকরে ব্যাংকিং কার্যক্রমের মধ্যে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা থাকা অত্যাবশ্যক। হিসাব বা A/C খোলা থেকে শুরু করে Financial Statements (FS) তৈরি পর্যন্ত সামগ্রিক বিষয়গুলোর সব ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকতে হবে। সময় সময় ব্যাংকিং খাতে যে দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য প্রকাশিত হয় তার মূলে রয়েছে নিয়মনীতি না মানা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার অভাব। তাছাড়া, কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত লোভ এসবের উৎসাহ জোগায়। অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায়, আপাত দৃষ্টিতে ভালো কোন কর্মচারী, যিনি অফিস সময়ের পরও অফিসে বসে কাজ করেন এবং তাঁকে আমরা কর্মঠ ব্যক্তি হিসেবে প্রাথমিকভাবে চিনলেও তাঁর দ্বারা অনেক সময় অনিয়ম সংঘটনের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। এমনকি অনেক ধর্মভীরু শাখা বা অফিসপ্রধান আপাত দৃষ্টিতে ধর্মীয় অনুশাসন সঠিকভাবে পালন করেন বলে মনে হয়, এমন লোকের ক্ষেত্রেও লোভের কারণে ব্যাংকের প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করার নজিরও দেখতে পাওয়া যায়। ব্যাংকিং কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত (Ensure) করার জন্য প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণকারী বা উপরস্থ কর্মকর্তাকে সঠিকভাবে অধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যক্রমের তদারকি করা বাঞ্চনীয় এবং সেই তদারককারী কর্মকর্তার ব্যক্তিগত জীবনে এবং প্রতিষ্ঠানের কার্য-বিধিতে তার স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার প্রমাণ মেলে কি-না তা খতিয়ে দেখতে হবে। ব্যাংকিং ক্ষেত্রে যাঁরা আমাদের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব বা Role Model ছিলেন, তাঁরা তাঁদের কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার যথেষ্ট প্রমাণ রেখেছেন। তাঁদের নির্দেশাবলী

জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে শুদ্ধাচার অর্জনের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাতে হবে

এবং পদাঙ্ক অনুসরণ করলে ব্যাংকিং কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা অনেকটাই সম্ভবপর হবে।

এই স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে গেলে কর্মরত বা দায়িত্ব প্রাপ্তগণের চিন্তা-চেতনা, তাঁদের জ্ঞানের পরিধি এবং সক্ষমতা অনেক সময় তাঁদের কাজের স্বচ্ছতা আনতে পারে না। এ জন্য প্রয়োজনবোধে কাজে স্বচ্ছতা আনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট Colleague বা Superior Officer-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ ব্যাংকের প্রত্যেকটি কর্মের সঙ্গে অর্থ কিংবা অর্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। এক্ষেত্রে নিজের অজ্ঞতাবশত: কোন ভুল করলে তার সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। ব্যাংকের Internal Transaction ছাড়াও বৈদেশিক বাণিজ্য এবং Remittance-এর ব্যাপারে স্বচ্ছতার বিশেষ দরকার।

এ জন্য জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে শুদ্ধাচার অর্জনের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে অডিট ও পরিদর্শন বিভাগ (Audit & Inspection) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। আমরা আশা করেছিলাম, Audit & Inspection Division-এ সবচেয়ে জ্ঞানী, দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোক পদায়ন বা Posting হওয়া দরকার। বলাবাহুল্য, প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম বা বিভিন্ন প্রকার বা ধরনের কার্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণাসমৃদ্ধ এবং বহুমাত্রিক জ্ঞান (Multi Dimensional Knowledge), অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাসম্পন্ন জনবল/কর্মকর্তাকে নিরীক্ষা ও পরিদর্শন কাজে সম্পৃক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে পদায়ন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাস্তবে দেখা যায়, সাধারণত প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যাদিতে তুলনামূলক কম সক্ষমতাসম্পন্ন জনবলকে Audit & Inspection Branch-এ Posting দেয়া হয়। ফলশ্রুতিতে, এ বিভাগে এই ধরনের কাজে জড়িত হওয়া কিংবা দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও যথাযথ মেধাসম্পন্ন কর্মকর্তাগণ প্রণোদনা ঘাটতি অনুভব করেন এবং এরূপ কাজে সাধারণত অনাগ্রহ বা বিতৃষ্ণাও প্রকাশ করে থাকেন।

ব্যাংকিং-এ স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা না থাকলে ব্যাংকারদের মনোজগতে Autocratic Attitude Grow করে। তাই ব্যাংকের সর্বৈব কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়ন করা অতীব প্রয়োজন। ব্যাংকারদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এই স্বচ্ছতা আনয়ন করা দরকার। তবে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক পরিবেশের ওপর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রয়োগ অনেকখানি নির্ভরশীল। সেহেতু ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার।

এছাড়া সঠিক এবং সময়োপযোগী প্রণোদনা না থাকলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। সেজন্য সকল স্তরেই প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সামগ্রিকভাবে এবং নির্বিশেষে ব্যক্তি বা Individual পর্যায়ে পুরস্কার প্রবর্তন করা জরুরী বা পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক। জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অর্পিত দায়িত্ব পালন এবং স্বত:স্ফূর্তভাবে সৃজনশীল প্রক্রিয়ায় কর্মসম্পাদনে ভূমিকা রাখার জন্য সম্পৃক্ত জনবলের মধ্যে Promotion, Posting, Prize, Crest, Award প্রবর্তন করা যায়।

সাম্প্রতিককালে ব্যাংকিং সেক্টরে কিছু অনিয়মের যে খবর আসছে তার মূলে রয়েছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি/অনুপস্থিতি। এই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বাত্মক ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এখন সময়ের দাবি।

লেখক : শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ: চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ হাউসবিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন

■ উপরোক্ত প্রবন্ধটি বিগত ৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে দৈনিক যায়যায়দিন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

অর্থবছর ২০১৬ -২০১৭

অর্জিত মুনাফা ১৬৬.৯১ কোটি টাকা

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বিএইচবিএফসি'র অর্জিত করপূর্ব নীট মুনাফা ১৬৬ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। সর্বমোট ২৬০ কোটি ২০ লক্ষ টাকার আয়ের বিপরীতে মোট ৯৩ কোটি ২৯ লক্ষ টাকার ব্যয় নির্বাহের পর এ মুনাফা অর্জিত হয়। বিগত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে মুনাফার পরিমাণ ছিল ১৫৫ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। বরাবরের মতো এ অর্থবছরেও কর্পোরেশনের প্রতিটি জোনাল ও রিজিওনাল অফিস মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে সাফল্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। মোট আয়ের মধ্যে আলাদাভাবে জোনাল ও রিজিওনাল অফিসের অংশ যথাক্রমে ১৮৩.৩৬ ও ৭৬.৮৪ কোটি টাকা।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে অশ্রেণীকৃত ও শ্রেণীকৃত ঋণ থেকে আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৪৫২.৩৯ ও ১৩০.৮৭ কোটি টাকা। বছরান্তে অশ্রেণীকৃত থেকে আদায় হয়েছে লক্ষ্যমাত্রার ১১০.৪২ শতাংশ। এ অর্থবছরে মোট আদায় হয়েছে ৫৪৬.৪৮ কোটি টাকা, যা সামগ্রিক লক্ষ্যমাত্রার ৯৩.৬৯ শতাংশ। অর্থবছর শেষে (প্রভিশনাল হিসাব অনুযায়ী) কর্পোরেশনের শ্রেণীকৃত ঋণ মোট ঋণের মাত্র ৬.৩৪ শতাংশ।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে কর্পোরেশন সর্বমোট ৩৫৩ কোটি ৪২ লক্ষ টাকার গৃহঋণ মঞ্জুর করে। এ বছর ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২৭৮ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। গত বছর অপেক্ষা এ বছর ঋণ মঞ্জুরী বেড়েছে ৯২ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। বিতরণ বেড়েছে ৩০ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ২৪৭ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মঞ্জুরীকৃত ঋণের মধ্যে ৩৪০ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা সাধারণ ঋণে এবং ১২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ফ্ল্যাট ঋণে। মঞ্জুরী ও বিতরণকৃত ঋণের অধিকাংশ ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রো. এলাকার বাইরে হওয়ায় সাধারণ ঋণের তুলনায় ফ্ল্যাট ঋণে মঞ্জুরী ও বিতরণের তফাৎ এত বেশি। এ অর্থবছরে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রো. এলাকা ও এ দুটি শহরের বাইরে ঋণ মঞ্জুরী যথাক্রমে ১৩২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ও ২২০ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। বিতরণের ক্ষেত্রেও একই চিত্র। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রো. অঞ্চলে বিতরণকৃত ঋণ ১১০কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। পক্ষান্তরে, এ'দুটি এলাকার বাইরে বিতরণের পরিমাণ ১৬৭ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। পূর্বের রেওয়াজ ভেঙে ক্রমশ: মেগাসিটিসমূহের বাইরে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণের পরিমাণ বাড়ছে। এর ফলে শহর ও মফস্বলের মধ্যে ব্যবধান কমে আসছে। ফলশ্রুতিতে মেগাসিটিমুখী জনস্রোত কিছুটাহলেও কমবে।

বিতরণকৃত ঋণ ঃ ■ ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রো. এলাকা ■ ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রো. বর্হিভূত এলাকা

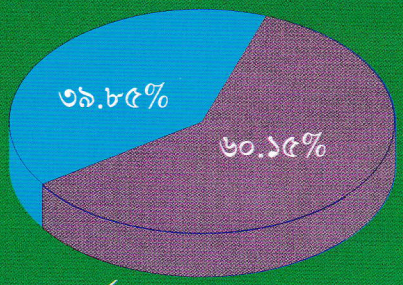

অর্থবছর ২০১৬-২০১৭

কর্পোরেশনের মোট ১৪টি জোনাল ও ১৫টি রিজিওনাল অফিস রয়েছে। জোনাল অফিসসমূহের মধ্যে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ে শীর্ষে রয়েছে ঢাকাস্থ জোনাল অফিস, জোন-১। এ অফিসটির শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ে সফলতা ৮০.৭২ শতাংশ। শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ে রিজিওনাল অফিসের মধ্যে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে রিজিওনাল অফিস পাবনা। শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ে সম্মিলিতভাবে জোনাল অফিসসমূহের লক্ষ্য অর্জনের হার ৩৯.৮৫ শতাংশ। এক্ষেত্রে রিজিওনাল অফিসসমুহের অর্জন ২৩.৩০ শতাংশ। জোনাল অফিস, রাজশাহী অশ্রেণীকৃত ঋণে লক্ষ্যমাত্রার ১৩৭.৭৮ শতাংশ আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে রিজিওনাল অফিস, যশোর-এর অর্জন লক্ষ্যমাত্রার ১২৬.৪১ শতাংশ।

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন বরাবর একটি ব্যবসায়সফল বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য অংকের মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি সরকারী কোষাগারে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব প্রদান করে থাকে। ২০০৬-২০০৭ অর্থবছর থেকে ২০১৫-২০১৬ পর্যন্ত দশ বছরে কর্পোরেশন কর্তৃক পরিশোধিত আয়করের পরিমাণ ৫২৯কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা, যা প্রতিষ্ঠানটিকে সরকার কর্তৃক পরিশোধিত মূলধনের প্রায় পাঁচ গুণ।

বিগত ৩বছরে বিএইচবিএফসি'র ব্যবসায়িক অর্জন সংক্রান্ত তথ্যচিত্র নিম্নরূপ :

(কোটি টাকায়)

সূচক	২০১৬-২০১৭	২০১৫-২০১৬	২০১৪ - ২০১৫
ঋণ মঞ্জুর	৩৫৩.৪২	২৬০.৯১	৩১১.২১
ঋণ বিতরণ	২৭৮.৫১	২৪৭.৯৮	২৭১.৭৩
ঋণ আদায়	৫৪৬.৪৮	৫১৮.৪০	৪৮২.৭৩
মুনাফা অর্জন	১৬৬.৯১	১৫৫.৬৮	১৫৭.৬৯
শ্রেণীকৃত ঋণের হার	৬.৩৪%	৬.১৯%	৬.৮১%

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সম্পাদক মন্ডলী ঃ ড. দৌলতুন্নাহার খানম, মহাব্যবস্থাপক, মহাবিভাগ-১
মো. বদিউজ্জামান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার

প্রকাশনা ঃ পরিকল্পনা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, বিএইচবিএফসি
২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, E-mail: bhbfc@bangla.net
web : www.bhbfc.gov.bd